হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট
১২০/৩, দারুস-সালাম, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
ফ্যাক্স: ৯০৩৫০৫৭
www.hbri.gov.bd

স্মারক নং: ২৫.৪৪.২৬০০.০০০.০৬.০০৪.২৬৮ তারিখ:০৮/১০/২০২৫ খ্রি.

বিষয়: হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট আইন- ২০১৮ এর ৭ নং ধারার ১নং উপধারা মোতাবেক গঠিত পরিচালনা পরিষদের ২য় সভার (ক্রমপুঞ্জিত ৭৪তম সভা) কার্যবিবরণী।

হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউটের পরিচালনা পরিষদের ২য় (ক্রমপুঞ্জিত ৭৪তম) সভা ১১-০৯-২০২৫ খ্রি. তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার, বিকাল ৩:০০ ঘটিকায় হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট এর পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান এবং গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের **মাননীয় উপদেষ্টা জনাব আদিলুর রহমান খান** এর সভাপতিত্বে অত্র প্রতিষ্ঠানের সভাকক্ষে (২য় তলা) অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সম্মানিত সদস্যবৃন্দের তালিকা সংযোজনী **'ক'** তে সংযুক্ত করা হলো।

সভাপতি মহোদয় সভায় উপস্থিত সম্মানিত সদস্যগণকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে পরিচালনা পরিষদের সদস্য-সচিব ও মহাপরিচালক, এইচবিআরআই ড. মোহাম্মদ গিয়াসউদ্দিন হায়দার সভার আলোচ্য বিষয়সমূহ উপস্থাপন করেন।

আলোচ্যসূচি-১: পরিচালনা পরিষদের ১ম (ক্রমপুঞ্জিত ৭৩তম) সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।

আলোচনাঃ
হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউটের পরিচালনা পরিষদের ১ম সভার (ক্রমপুঞ্জিত ৭৩তম সভা বিগত ২১-০৪-২০২৪ খ্রি. অনুষ্ঠিত) কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণের জন্য সভায় উপস্থাপন করা হয়। এ সময় পূর্ববর্তী সভার (১ম সভার) কোন সদস্য উপস্থিত আছেন কিনা তা জানতে চাওয়া হয়। সভায় উপস্থিত তিনজন সদস্য মোহাম্মদ শামীম আখতার, প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, জনাব মোঃ আবুল বাশার, যুগ্মসচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং জনাব মোঃ নাফিজুর রহমান, প্রিন্সিপাল রিসার্চ অফিসার, হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট সভাকে জানান তাঁরা পূর্ববর্তী কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত থাকায় ১ম সভায় উপস্থিত ছিলেন। এমতাবস্থায় সার্বিক বিবেচনায় ১ম সভার কার্যবিবরণী বর্তমান কমিটি অবহিত হওয়ার বিষয়ে সম্মত হন।

আলোচনার প্রেক্ষিতে যুগ্মসচিব, অর্থ বিভাগ জনাব মোঃ আবুল বাশার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন অনুসারে ডিপিসি কমিটি গঠন করার প্রস্তাব পেশ করেন। পরিচালনা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান এবং গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় বলেন, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনটি মন্ত্রণালয়ের সকল দপ্তরে অনুসরণ করা হয়, তাই এইচবিআরআই এর ক্ষেত্রেও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন অনুসারে ডিপিসি কমিটি গঠন করা বাঞ্ছনীয় হবে।

সিদ্ধান্তঃ

ক) ১ম সভার কার্যবিবরণী বর্তমান কমিটি (২য় সভায়) অবহিত হয়েছেন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
খ) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী ডিপিসি কমিটি গঠনের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আলোচ্যসূচি-২: কার্যভিত্তিক (আনুষঙ্গিক) কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি প্রদানের বিষয়ে আলোচনা।

আলোচনাঃ

সদস্য-সচিব মহোদয় বলেন, অত্র প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে ছয় জন কার্যভিত্তিক কর্মচারী নিযুক্ত রয়েছেন যারা ১৯৯৫ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছেন। নিয়োগ প্রাপ্তির পর থেকে সংশ্লিষ্ট খাতে প্রাপ্ত সরকারি অনুদান হতে তাদের বেতন-ভাতা প্রদান করা হতো। এখানে উল্লেখ্য যে, কার্যভিত্তিক কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক কর্মচারী/প্রতিষ্ঠান কোডটি (৩২১১১০৪) কখনো সৃজন করা হয়নি।

পরবর্তীতে অত্র প্রতিষ্ঠানে IBAS++ পদ্ধতি চালু হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট কোড না থাকায় ফেব্রুয়ারি ২০২৫ থেকে কার্যভিত্তিক কর্মচারীদের বেতন-ভাতা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না। IBAS++ পদ্ধতির মাধ্যমে বর্ণিত কর্মচারীদের বেতন ভাতা পরিশোধের লক্ষ্যে অর্থ বিভাগের নিকট প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে কোড সৃজনের জন্য অনুমতি চাওয়া হয়। কিন্তু অর্থ বিভাগ এ বিষয়ে কোড সৃজনে অসম্মতি জানায়।

আলোচনায় জানা যায়, গণপূর্ত অধিদপ্তরে এ ধরণের বেশকিছু কার্যভিত্তিক কর্মচারী নিয়োজিত রয়েছেন। গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক এরূপ কর্মচারীদের বেতন-ভাতা প্রদানের পদ্ধতি সম্পর্কে প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর জনাব মোহাম্মদ শামীম আখতার জানান যে, আদালতে মামলার রায়ের প্রেক্ষিতে ইতোমধ্যে অনেকেই নিয়মিত হয়েছেন এবং অবশিষ্ট কর্মচারীদের গণপূর্ত অধিদপ্তরে আনুষঙ্গিক কর্মচারী/প্রতিষ্ঠান কোডটি (৩২১১১০৪) প্রাপ্ত বরাদ্দ হতে বেতন ভাতা পরিশোধ করা হচ্ছে।

অত্র প্রতিষ্ঠানের কার্যভিত্তিক কর্মচারীদের বেতনভাতাদি প্রদানের জন্য কোন কোড না থাকায় এইচবিআরআই এর নিজস্ব তহবিল হতে বেতন ভাতা প্রদান করা যায় কিনা সে বিষয়ে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় অর্থ বিভাগের প্রতিনিধির নিকট জানতে চান।

জনাব মোঃ আবুল বাশার, যুগ্মসচিব, অর্থ বিভাগ বলেন, নতুন করে কোড সৃজনের কোন সুযোগ নেই। তিনি আরো জানান নিজস্ব তহবিল থেকে এরূপ কর্মচারীদের বেতন-ভাতা পরিশোধের কোন সুযোগ নেই।
বিস্তারিত আলোচনা শেষে উপদেষ্টা মহোদয় শ্রমিক মজুরি খাত হতে কার্যভিত্তিক কর্মচারীদের বকেয়াসহ বেতন ভাতা নির্বাহের পরামর্শ দেন।

সিদ্ধান্তঃ

শ্রমিক মজুরি খাত হতে কার্যভিত্তিক কর্মচারীদের বকেয়াসহ বেতন ভাতা নির্বাহের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আলোচ্যসূচি-৩: প্রতিষ্ঠানের ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেট, প্রকৃত আয়-ব্যয় উপস্থাপন এবং ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেট পর্যালোচনা।

আলোচনাঃ

সদস্য-সচিব মহোদয় প্রতিষ্ঠানের ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেট, প্রকৃত আয়-ব্যয় উপস্থাপন ও ২০২৫-২৬ অর্থ-বছরের বাজেট পর্যালোচনার জন্য বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপন করেন।

প্রতিষ্ঠানের ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের বাজেট

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	বিবরণ	টাকা
১	**সরকারি অনুদান ও ব্যয়ঃ**	
	সরকারি অনুদান	১,৫৬১.৮০
	(-) সরকারি অনুদান হতে ব্যয়	(১,৩৭২.৪৭)
	ক্যারি ফরোয়ার্ডিং টু পি/এল একাউন্ট =	১৮৯.৩৩
২	**ইনস্টিটিউটের আয় ও ব্যয়ঃ**	**টাকা**
	ইনস্টিটিউটের আয়	৫২.৪৩
	(-) ইনস্টিটিউটেরে ব্যয়	(৫২.৪৩)
	অবশিষ্ট =	-

প্রতিষ্ঠানের ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	বিবরণ	টাকা
১	**সরকারি অনুদান ও ব্যয়ঃ**	
	সরকারি অনুদান	১,৮৬১.০০
	(-) সরকারি অনুদান হতে ব্যয়	(১,৭৮৬.০০)
	৩৯১১১১১-সাধারণ থোক বরাদ্দ =	৭৫.০০
২	**ইনস্টিটিউটের আয় ও ব্যয়ঃ**	**টাকা**
	ইনস্টিটিউটের আয়	৭৩.৬০
	(-) ইনস্টিটিউটের ব্যয়	(৭৩.৬০)
	অবশিষ্ট ব্যালেন্স =	-

বাজেট বিশ্লেষণে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় বলেন, প্রতিষ্ঠানের আয় অত্যন্ত নগন্য। তিনি মৃত্তিকা পরীক্ষার মাধ্যমে আয় বাড়ানোর সুযোগ আছে বলে উল্লেখ করেন। তিনি গণপূর্ত অধিদপ্তরের মৃত্তিকা পরীক্ষাগুলো এইচবিআরআই থেকে না করানোর কারণ সম্পর্কে গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোহাম্মদ শামীম আখতার এর কাছে জানতে চান। এ প্রসঙ্গে মোহাম্মদ শামীম আখতার বলেন, এইচবিআরআই এর মৃত্তিকা পরীক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট দক্ষ জনবল রয়েছে এবং পরীক্ষার মান বুয়েট বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কাছাকাছি। তিনি আরো বলেন, গণপূর্ত অধিদপ্তরের ডিজাইন শাখায় এইচবিআরআই থেকে মৃত্তিকা পরীক্ষা করার নির্দেশনা রয়েছে। তিনি টেস্টের বিষয়ে এইচবিআরআই-কে যোগাযোগ বাড়ানোর কথা উল্লেখ করেন। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মেহেদি আহমেদ আনসারি বলেন, কিছু কিছু মৃত্তিকা পরীক্ষা সময়সাপেক্ষ, সে কারণে নমুনা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের সময়ের বিষয়টি বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন।

জনাব মোঃ আসিফুর রহমান ভূঁইয়া বলেন, এইচবিআরআই ফেরোসিমেন্ট ওয়াটার ট্যাঙ্ক দিয়ে তাদের আয় বাড়াতে পারে। বর্তমান যুগের সাথে তাল মিলিয়ে নতুন ভাবে গবেষণা করে আগের ডিজাইন মোডিফাই করলে স্থপতিরা নকশা প্রণয়ন করার সময় ফেরোসিমেন্ট ওয়াটার ট্যাঙ্ক ব্যবহারে আগ্রহী হবে বলে তিনি মতামত দেন।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় গবেষণালব্ধ ফলাফল নিয়ে সেমিনার আয়োজনের নির্দেশনা দেন। তিনি এইচবিআরআই এর গবেষণাগারে আধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা দেন এবং এ বিষয়ে মন্ত্রণালয় হতে সর্বোচ্চ সহায়তা প্রদানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। সমস্ত আলোচনা শেষে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর সংস্থাগুলোর মৃত্তিকা পরীক্ষা এইচবিআরআই থেকে করাতে হবে বলে মতামত দেন।

সিদ্ধান্তঃ

১. গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীন সকল দপ্তর সংস্থার মৃত্তিকা পরীক্ষা এইচবিআরআই থেকে করা হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
২. ফেরোসিমেন্ট ওয়াটার ট্যাঙ্ক নিয়ে পুনরায় যুগোপযোগী গবেষণা প্রকল্প গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
৩. এইচবিআরআই-এর গবেষণালব্ধ ফলাফল নিয়ে সেমিনার আয়োজনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আলোচ্যসূচি-৪: শিক্ষানবিস কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের চাকুরী নিয়মিতকরণের বিষয় উপস্থাপন ও অনুমোদন।

আলোচনাঃ

সদস্য-সচিব মহোদয় ৬৮তম ডিপিসি কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে অত্র প্রতিষ্ঠানের ২৬ জন শিক্ষানবিস কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের চাকুরী নিয়মিতকরণের বিষয়টি ভূতাপেক্ষ অনুমোদনের জন্য সভায় উপস্থাপন করেন। সদস্য-সচিব জানান, শিক্ষানবিস কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের অনুরোধের প্রেক্ষিতে এবং তাদের প্রাপ্য আর্থিক সুবিধাদি চলমান রাখার স্বার্থে ৬৮তম ডিপিসি কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে প্রাথমিকভাবে স্থায়ীকরণের অফিস আদেশ জারি করা হয়েছে। সভায় উপস্থিত সদস্যগণ জানান যে, এইচবিআরআই আইন-২০১৮ অনুযায়ী স্থায়ীকরণের এখতিয়ার যেহেতু পরিচালনা পরিষদের সেহেতু পরিচালনা পরিষদের অনুমোদন নিয়েই বিষয়টি নিষ্পত্তি করতে হবে।

বিষয়টি দ্রুততার সাথে নিষ্পত্তির নিমিত্তে সামগ্রিক যাচাই-বাছাইয়ের জন্য নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরিচালক জনাব মোঃ মাহমুদ আলী-কে আহ্বায়ক করে গণপূর্ত অধিদপ্তর এবং গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় হতে একজন করে প্রতিনিধির সমন্বয়ে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করার বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।

সিদ্ধান্তঃ

১. শিক্ষানবিস কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের চাকুরী নিয়মিতকরণের বিষয়টি দ্রুততার সাথে নিষ্পত্তির নিমিত্তে সামগ্রিক যাচাই-বাছাইয়ের জন্য নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরিচালক, জনাব মোঃ মাহমুদ আলী-কে আহ্বায়ক করে গণপূর্ত অধিদপ্তর এবং গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় হতে একজন করে প্রতিনিধির সমন্বয়ে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করার বিষয়ে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২. পরিচালনা পরিষদের পরবর্তী সভা ২০২৫ সালের নভেম্বর মাসে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মহোদয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সভায় ২৬ জন কর্মকর্তা কর্মচারীর স্থায়ীকরণের বিষয়টি অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হবে।

আলোচ্যসূচি-৫: বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব হেলথ সায়েন্সেস-এর নামে ইজারাকৃত জমি বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব হেলথ সায়েন্সেস-এর নামে দলিল রেজিস্ট্রেশন বিষয়ক আলোচনা।

আলোচনাঃ
সদস্য-সচিব মহোদয় বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব হেলথ সায়েন্সেস-এর নামে ইজারাকৃত জমি বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব হেলথ সায়েন্সেস-এর নামে দলিল রেজিস্ট্রেশন বিষয়ে সভায় প্রাসঙ্গিক তথ্য উপস্থাপন করেন। বিষয়টি বর্তমানে মন্ত্রণালয়ে তদন্তাধীন রয়েছে। তদন্ত প্রতিবেদনের মতামত অনুযায়ী পরবর্তী সভায় বিষয়টি উপস্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

সিদ্ধান্তঃ
তদন্ত প্রতিবেদনের মতামত অনুযায়ী পরবর্তী সভায় বিষয়টি উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আলোচ্যসূচি-৬: ন্যাশনাল সিকিউরিটি সার্ভিসেস কর্তৃক অত্র প্রতিষ্ঠানের অফিস সিকিউরিটি গার্ড, সুপারভাইজার ও ইনচার্জ সরবরাহের বকেয়া বিল সংক্রান্ত আলোচনা।

আলোচনাঃ
সদস্য-সচিব মহোদয় " ন্যাশনাল সিকিউরিটি সার্ভিসেস কর্তৃক অত্র প্রতিষ্ঠানের সিকিউরিটি গার্ড, সুপারভাইজার ও ইনচার্জ সরবরাহের বকেয়া বিল " সভায় উত্থাপন করেন। ন্যাশনাল সিকিউরিটি সার্ভিস কর্তৃক সরবরাহকৃত বিলের পরিমাণ ৪৩ লক্ষ টাকা হলেও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কমিটির হিসাব অনুযায়ী তা ২২ লক্ষ টাকা নির্ধারিত হয়েছে মর্মে সভাকে অবহিত করা হয়। সদস্য-সচিব মহোদয় সভার সকলের নিকট বকেয়া বিলটি নিষ্পত্তির বিষয়ে পরামর্শ চান। সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের বলেন, ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বকেয়া বিল এত বছর পরে পরিশোধ করার সুযোগ নেই।

সিদ্ধান্তঃ
বিলটি পরিশোধ করার বিষয়ে সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়নি।

আলোচ্যসূচি-৭: প্রতিষ্ঠানের গবেষণা কাজে সহযোগিতার জন্য 'সিনিয়র ফেলো' নিয়োগের প্রস্তাবনা সংক্রান্ত আলোচনা।

আলোচনাঃ
সদস্য-সচিব মহোদয় সভায় অত্র প্রতিষ্ঠানে "সিনিয়র ফেলো" নিয়োগের প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। সভায় এ বিষয়ে আপাতত সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করার বিষয়ে নির্দেশনা পাওয়া যায়।

সিদ্ধান্তঃ
সার্বিক বিবেচনায় "সিনিয়র ফেলো" নিয়োগের বিষয়ে কোন কার্যক্রম গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত হয়।

আলোচ্যসূচি-৮: প্রতিষ্ঠানের টেস্ট-ফি বন্টন নীতিমালা পর্যালোচনা কমিটির সুপারিশ উপস্থাপন ও অনুমোদন।

আলোচনাঃ

সদস্য-সচিব মহোদয় টেস্ট ফি বন্টনের বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন। সচিব মহোদয় অন্যান্য সরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠানে টেস্ট ফি বন্টনের কোন নীতিমালা আছে কিনা জানতে চাইলে বিসিএসআইআর এর চেয়ারম্যান ড. সামিনা আহমেদ তার প্রতিষ্ঠানের টেস্ট ফি বন্টনের নীতিমালা বর্ণনা করেন। এ প্রেক্ষিতে প্রিন্সিপাল রিসার্চ অফিসার ও কমিটির সদস্য জনাব মোঃ নাফিজুর রহমান পরিচালনা পরিষদের ১ম সভায় গঠিত কমিটির এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন তুলে ধরেন। বিস্তারিত আলোচনায় গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়, 'BCSIR, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (BARI) ও সরকারি অন্যান্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানের লভ্যাংশ/টেস্ট ফি বন্টন নীতিমালার সাথে এইচবিআরআই এর টেস্ট ফি বন্টনের নীতিমালা এর তুলনামূলক প্রস্তাব পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করার নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্তঃ

সরকারি অন্যান্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানের লভ্যাংশ/টেস্ট ফি বন্টন নীতিমালার সাথে এইচবিআরআই এর টেস্ট ফি বন্টন নীতিমালার তুলনামূলক প্রস্তাব পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করার সিদ্ধান্ত হয়।

আলোচ্যসূচি-৯: প্রতিষ্ঠানের প্রচার প্রচারনা খাত হতে প্রদেয় সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনের বকেয়া বিলের বিষয় উপস্থাপন।

আলোচনাঃ

সদস্য-সচিব মহোদয় সভাকে অবহিত করেন, প্রতিষ্ঠানের বিগত ২০২২ খ্রি. থেকে ২০২৪-২৫ অর্থ বছর পর্যন্ত বিভিন্ন পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের বকেয়া বিলের পরিমান প্রায় ৯৬ লাখ টাকা। তিনি বিষয়টি সমাধানে করনীয় সম্পর্কে সভার নিকট পরামর্শ চান। অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি জনাব মোঃ আবুল বাশার বলেন-'প্রচার-প্রচারণা খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের বাহিরে খরচ করার কোন বিধান নেই'। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় বাজেটে বরাদ্দ না থাকা সত্ত্বেও বকেয়া থাকার বিষয়টি যাচাইয়ের জন্য নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরিচালক জনাব মোঃ মাহমুদ আলী-কে আহ্বায়ক করে গণপূর্ত অধিদপ্তর এবং গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় হতে একজন করে প্রতিনিধির সমন্বয়ে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠনের প্রস্তাব করেন।

সিদ্ধান্তঃ

বিজ্ঞাপনের বকেয়া বিলের বিষয়টি যাচাইয়ের জন্য নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরিচালক, জনাব মোঃ মাহমুদ আলী-কে আহ্বায়ক করে গণপূর্ত অধিদপ্তর এবং গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় হতে একজন করে প্রতিনিধির সমন্বয়ে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত হয়।

আলোচ্যসূচি-১০: বিবিধ

আলোচনাঃ

বিবিধ-১
প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি এবং গবেষণা কার্যক্রম বিষয়ক উপস্থাপনার প্রেক্ষিতে মাননীয় উপদেষ্টা এইচবিআরআই এর গবেষণালব্ধ ফলাফল/প্রযুক্তি কোথায় কোথায় প্রয়োগ হয়েছে তা আগামী সভায় উপস্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করেন।

বিবিধ-২
প্রতিষ্ঠানের পেনশন সুবিধা বিষয়ক আলোচনায় সম্মানিত সচিব মহোদয় অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধির কাছে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোকে পেনশন সুবিধা দেয়া না গেলেও অন্যকোনভাবে অবসরকালীন সুবিধা দেয়ার সুযোগ আছে কিনা তা জানতে চান। অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি আগামী পে-স্কেলে গ্র্যাচুইটি বাড়ানোর বিষয়ে আবেদন করতে বলেন। অত্র প্রতিষ্ঠানের প্রিন্সিপাল রিসার্চ অফিসার মহোদয় বলেন, গ্র্যাচুইটির পরিমাণ সরকারি অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের তুলনায় অনেক কম, যা পুনঃনির্ধারণ করা প্রয়োজন। সচিব মহোদয় আইন এবং প্রবিধানমালা যাচাই করে গ্র্যাচুইটি এবং সিপিএফ নির্ধারণের প্রস্তাব পরবর্তী সভায় উপস্থাপনের নির্দেশ প্রদান করেন।

সিদ্ধান্তঃ

১. এইচবিআরআই আইন এবং প্রবিধানমালা যাচাই করে গ্র্যাচুইটি পুনঃনির্ধারণ প্রস্তাবনা পরবর্তীতে সভায় উত্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(আদিলুর রহমান খান)
চেয়ারম্যান
পরিচালনা পরিষদ
হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট
এবং
মাননীয় উপদেষ্টা
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।

স্মারক নং: ২৫.৪৪.২৬০০.০০০.০৬.০০৪.২৬৮/১(২২) তারিখ: ০৮/১০/২০২৫ খ্রি.

অনুলিপি: সদয় অবগতি/ অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নহে):

১. সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ও ভাইস-চেয়ারম্যান।
২. প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ও সম্মানিত সদস্য।
৩. প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, এলজিইডি ভবন, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ ও সম্মানিত সদস্য।
৪. চেয়ারম্যান, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, গৃহায়ন ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ও সম্মানিত সদস্য।
৫. প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর, স্থাপত্য ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ও সম্মানিত সদস্য।
৬. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ শিল্প গবেষণা পরিষদ, ড. কুরত-ই-খুদা রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫ ও সম্মানিত সদস্য।
৭. জনাব মোঃ হায়দার আলী, যুগ্মপ্রধান প্রধান (যুগ্মসচিব), ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, ঢাকা ও সম্মানিত সদস্য।
৮. জনাব মোঃ আবুল বাশার, যুগ্মসচিব (অর্থ ও পরিকল্পনা), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা ও ও সম্মানিত সদস্য।
৯. জনাব মোঃ ইফতেখার হোসেন, যুগ্মসচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, ঢাকা ও সম্মানিত সদস্য।
১০. পরিচালক, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ও সম্মানিত সদস্য।
১১. অধ্যাপক ড. মোঃ মেহেদী আহমেদ আনসারী, পুরকৌশল বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ও সম্মানিত সদস্য।
১২. অধ্যাপক ড. মোঃ জাকিউল ইসলাম, স্থাপত্য বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ও সম্মানিত সদস্য।
১৩. অধ্যাপক ড. মো. আবদুস সালাম, রসায়ন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ও সম্মানিত সদস্য।
১৪. প্রকৌশলী মোঃ আবুল হাশেম, এফ-৮৯৩৬, কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য, আইইবি এবং চেয়ারম্যান নান্দনিক বিল্ডার্স লিমিটেড, সায়হাম স্কাই ভিউ টাওয়ার (সি-১০), ১৯৫, সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণি, বিজয় নগর, ঢাকা ও সম্মানিত সদস্য।
১৫. স্থপতি খান মোঃ মাহফুজুল হক, সদস্য নং-এইচ-০৫৯, পদবিঃ সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউট (বাস্থই) ও সম্মানিত সদস্য।
১৬. ইঞ্জিনিয়ার শামসুল আলম বিটু, প্রিন্সিপাল ইঞ্জিনিয়ার, দ্য ডিজাইনার্স এন্ড ম্যানেজারস ও সম্মানিত সদস্য।
১৭. জনাব মোঃ লিয়াকত আলী ভূইয়া, সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট, রিয়েল এস্টেট এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (রিহ্যাব) ও সম্মানিত সদস্য।
১৮. প্রকৌশলী কাজী আবিদ হাসান, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, কনফিডেন্স ডিজাইন এন্ড কনস্ট্রাকশন লিমিটেড ও সম্মানিত সদস্য।
১৯. প্রিন্সিপাল রিসার্চ অফিসার, এইচবিআরআই, দারুসসালাম, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬ ও সম্মানিত সদস্য।
২০. প্রিন্সিপাল রিসার্চ ইঞ্জিনিয়ার, এইচবিআরআই, দারুসসালাম, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬ ও সম্মানিত সদস্য।
২১. মাননীয় উপদেষ্টার একান্ত সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (উপদেষ্টা মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
২২. মহাপরিচালক মহোদয়ের স্টাফ অফিসার, এইচবিআরআই, মিরপুর, ঢাকা (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

(ড. মোহাম্মদ গিয়াসউদ্দিন হায়দার)
সদস্য-সচিব
পরিচালনা পরিষদ
হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট
এবং
মহাপরিচালক
হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট।